এম, পি, প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড নিবেদিত

কুহক

(বিদেশী ভাবানুষঙ্গে রচিত)

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অগ্রদূত**

কাহিনী ও সংলাপ : সমরেশ বসু

গীত রচনা : শৈলেন রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

সঙ্গীত পরিচালনা : হেমন্তকুমার

চিত্রগ্রহণ : বিভূতি লাহা, বিজয় ঘোষ। শিল্পনির্দ্দেশ : সুধীর খান। ব্যবস্থাপনা : নিতাই সিংহ, রমেশ সেনগুপ্ত। শব্দধারণ : যতীন দত্ত। সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চাটার্জ্জী। রূপসজ্জা : বসির আমেদ।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : সলিল দত্ত, দেবাংশু মুখার্জ্জী। সঙ্গীতে : সমরেশ রায় সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ। শিল্পনির্দ্দেশে : জগবন্ধু সাউ, সুকুমার দে। চিত্রগ্রহণে : বৈদ্যনাথ বসাক, অশোক দাস। শব্দধারণে : শৈলন পাল, ধীরেন কুণ্ডু। রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে। ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ দে।

॥ আলোক নিয়ন্ত্রণ : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ ॥

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত

স্থির চিত্র : এডনা লরেঞ্জ। কণ্ঠসঙ্গীতে যন্ত্রসঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

চিত্রনির্ম্মাণে সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতাভাজন :
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ মোহরলাল দাঁর সৌজন্যে 'দি আর্ম্মারী' ॥ এস, কে, সান্যাল
সৌরীন কুণ্ডু ॥ মহেন্দ্রলাল দত্ত এণ্ড সন্স ॥ মদনমোহন রাইস মিল

পরিবেশক : নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ
৬৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

কাহিনী

বার বার আসে অভিশাপের মত কুহকের দুর্লঙ্ঘ্য আহ্বান।

কাতর হ'য়ে স্বর্ণলতার ভীরু হাত দুখানি চেপে ধরে সুনন্দ —'স্বর্ণ, একটা শয়তান আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে!'

দেবকান্তি। কিন্নর কণ্ঠ। যাত্রার দলের নিমাই বেশে প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে কাঞ্চনপুর গ্রামখানিকে। আসল নকল ভুলে 'ঠাকুর!', 'ঠাকুর!' ব'লে লুটিয়ে প'ড়েছে সবাই তার পায়ে। হতভাগ্য গণেশ মিস্ত্রীর অনাথিনী বোন স্বর্ণও। বৃদ্ধ কামার অনন্ত খুড়োও। বলে—'থেকে যাও না ঠাকুর এখানে! গণেশ আজ নেই—আমিও অক্ষম, কে এদের দেখাশুনো করবে?'

তাই—

কিন্তু শুধু কি তাই?—স্বর্ণর প্রেম, অনন্ত কামারের আশ্রয়, গাঁয়ের লোকের সমাদর—সবার মাঝে তবে কিসের সন্ধানে তার শ্যেন দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে ওঠে বার বার?—কেউ টের পায় না, পায় শুধু হীরু। গণেশের বারো বছরের ছেলে। ছোট্টো ভাই ছোটন আর তার খেলনার ঢোলকটিকে সামলাতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ভোলে না সে সেই মর্ম্মন্তুদ রাতে গণেশের শেষ কথা।—'এর মধ্যে রেখে গেলাম। কাউকে বলিসনি হীরু—তোর পিসীকেও না! খুব নজরে রাখবি ঢোলকটা। আমি পালাচ্ছি!' কিন্তু পালাতে আর পারেনি। পুলিশের গুলীতে আচম্বিতে সব শেষ হয়ে যায়...

তারই কুহকে লুব্ধ হ'য়ে উঠেছে দুই স্বাপদ। সুনন্দ আর যাত্রার দলের গোকুল। তার পূর্ব্বজীবনের কুগ্রহ। হিংস্র হ'য়ে তার টুঁটি চেপে ধরে সুনন্দ—'সরে যাও আমার পথ থেকে। আবার যদি কোনো দিন দেখতে পাই তো—' ঝলকে ওঠে ছুরিটা তার হাতে।

'ভয় দেখাচ্ছো সুনন্দ! আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো—'

কিন্তু কোথায় সেই সম্পদ? বার বার হীরুর ধরা প'ড়ে যাওয়া সতর্ক দৃষ্টি বিস্মিত করে সুনন্দকে। তবে কি...

সাপের চোখ হীরুর চোখে রেখে সুনন্দ প্রশ্ন করে—'কি?'—ত্রস্ত হয়ে ওঠে বালক। তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়—'জানি না!'—আরো ঘন হয় সুনন্দর সন্দেহ।

একদিকে এই পাপের কুহক—আর একদিকে স্বর্ণর সোনালী মায়া। নিষ্করুণ দোটানায় প'ড়ে ক্ষতবিক্ষত সুনন্দ। বাঁচতে চায় সে। স্বর্ণকে শাঁখায় শাড়ীতে সাজিয়ে মুখখানি তুলে ধরে। মুগ্ধ স্বর্ণ বলে—'খুড়োকে বলবে না?'—সচকিত হয়ে ওঠে সুনন্দ—'না, না—এখন নয়!'

বলার লগ্ন বুঝি সত্যিই হারিয়ে যায়। কুহকের আহ্বানে আবার হন্যে হয়ে ওঠে সে। ছোট্ট ছোটনের নরম গলায় চেপে বসে তার হিংস্র আঙুল গুলো—'বল হীরু কোথায় টাকা, নইলে—।' হীরু আর্তনাদ ক'রে ওঠে '—না না, ওকে মেরো না—বলছি, বলছি'—

অনন্ত কামারের কামারশালায় কয়লার গাদায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সুনন্দ উন্মাদের মত হীরুর ইঙ্গিতে। শিশু বুদ্ধিতে পেছন থেকে সেকলটা তুলে দিয়ে ছুটতে থাকে হীরু ছোটনকে নিয়ে। ছোটনের গলায় সেই ঢোলকটা—

তীক্ষ্ণ ছুরিটা দিয়ে দরজা ভাঙতে দেরী হয় না সুনন্দর। দানবের মত সে ধরতে ছোটে হীরু-ছোটনকে—

আর একজনও অলক্ষ্যে তার পেছনে ছুটতে থাকে তার অসাবধানে ফেলে দেওয়া ছুরিটা হাতে নিয়ে। গোকুল।

'ঠাকুর, ঠাকুর!'—সবার পেছনে আকুল হ'য়ে ওঠে স্বর্ণর কাতর আহ্বান!

তারও নৌকো ঘাটে এসে পৌঁচেছে।

কিন্তু সুনন্দর কানে আর কি পৌঁছবে তার কণ্ঠ।

সে দুর্দ্ধার আজ কুহকের আকর্ষনে—

গান

(১)

যে ভাল করেছো শ্যামা
আর ভালতে কাজ নাই—
এখন ভালয় ভালয় বিদায় দে মা,
আলোয় আলোয় চলে যাই॥

কথা: অজ্ঞাত

(২)

আরো কাছে এসো, যায় যে ব'য়ে রাত—
কেন বল না-না-না।
মুখোমুখি বসো, রাখ হাতে হাত—
কেন বল না-না-না।
রাখো আঁখি না হয় আঁখিতে
এলেই না হয় কাছে আরো—
তোমার মন যে চায় শুধু থাকিতে
শুধু মুখেই বল—পথ ছাড়ো।
কাছে কোথাও কেউ নেই তো,
মনের কথা এবার বল না—
এলো হৃদয় দেবার লগন এই তো;
তবে কেন কর মিছে ছলনা।
তুমি আর বল না—না-না-না— ॥

কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ভূমিকায়:

উত্তমকুমার

সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জী

তরুণকুমার ॥ গঙ্গাপদ বসু
প্রেমাংশু বসু
তুলসী চক্রবর্ত্তী
মাঃ দীপক ॥ মাঃ সুশান্ত
প্রীতি মজুমদার ॥ চন্দন রায়
গোপাল মজুমদার ॥ দিলীপ ঘোষ
অসিত মিত্র ॥ হটু গুপ্ত
ধীরেন মুখার্জ্জী ॥ ভবতোষ মুখার্জ্জী
বিশ্বনাথ দত্ত ॥ সুনীল ॥ তুলসী
পরেশ ॥ আশুতোষ ॥ বিভূতি
নিশিকান্ত ॥ আশা দেবী ॥
সুজাতা দে ॥ শেফালী ব্যানার্জ্জী
গোপা ॥ দুর্গা নস্কর
ও আরো অনেক—

(৩)

বিষ্ণুপ্রিয়া গো আমি চলে যাই
তুমি আছ ঘুম ঘোরে, আমি চলে যাই।
শ্যামের বিরহ লাগি, বিরহ বিলাই
বিষ্ণুপ্রিয়া গো আমি চলে যাই।

কী আবেশে বাহু ডোরে
লতায়ে আছিলে মোরে
জাগিয়া দেখিবে আমি নাই।
ললাটে কাঁকন হানি, সবারে কহিবে জানি
কী নিঠুর নদের নিমাই—
বিষ্ণুপ্রিয়া গো আমি চলে যাই।

কেমনে বুঝাবো কাকে জলিয়াছি শ্যামরাগে
শ্যামরসে নয়ন ভিজাই,
রাধার বিরহ লয়ে, কৃষ্ণাঙ্গ গৌরাঙ্গ হয়ে
হরিনামে পরাণ বিকাই।
ঘরে কি রহিতে পারে কৃষ্ণ সাপ কাটে যারে
শ্যামবিষে জ্বরেছে নিমাই,
শোনহ নদীয়াবাসী, আমি কৃষ্ণ অভিলাষী
সে পরশমণি কোথা পাই—
বিষ্ণুপ্রিয়া গো আমি চলে যাই॥

কথা : শৈলেন রায়

(৪)

নওল কিশোরী গো
কিবা রূপ পেখনু আজ—
থির বিজুরী ওই
নয়ানে বয়ানে একি লাজ।

ওতো আঁখি নয় ওগো ললিতে
দুটি ভ্রমর বসেছে যেন দুটি কলিতে।
লাগিছে মধুর তব এই নব সাজ—
আহা কিবা রূপ পেখনু আজ।

মোর নিলাজ বাঁশীর ডাকে ইতি উতি চাও
ময়ূরী হেলায়ে গ্রীবা চলে কোথা যাও।

জল্‌কে যাওয়া নয় এ যে ছলনা
কত চতুরালি জান তুমি ওগো ললনা।
জীবনে আসেনি আগে এই ভরা সাঁঝ—
আহা কিবা রূপ পেখনু আজ॥

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

(৫)

সারাটি দিন ধ'রে চেয়ে আছিস ওরে
তোর মনের কথা তবুতো কেউ জানলো না।
একলা বসে ঘাটে বেলা যে তোর কাটে
সেই তরী আর তোর ঘাটে কেউ আনলো না।
ওরে জানে না তো কেউ
তোর পরাণে ওঠে পড়ে ঐ গাঙ্গেরই ঢেউ—
সে তো কেউ জানে না।
তোর নয়ন জলে ভাসে অশ্রু তবু হাসে
তোর ব্যথা কেউ আপন ক'রে মানলো না।
ছায়া ঝরা ভরা সাঁঝে
কত স্মৃতি তোর বুকে বাজে,
তবু মানে না ত মন
পথ চেয়ে সে বসে থাকে হায়রে অকারণ—
ওরে মন মানে না।
আসবে আবার বলে যে গেছে হায় চলে
বুকের মাঝে আর সে তোরে টানলো না।

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

(৬)

হায় হাঁপায় যে এই হাপর
এতো আমার বুকের পাঁজর
এই কামারশালায় মরে হাঁপিয়ে।
এই হাপর নিয়েই আছি
বানাই কাস্তে লাঙ্গল কাঁচি
হাতের হাতুড়িতে মাটি কাঁপিয়ে।
আমার সেই সে লাঙ্গল ফলায় যে ধান
শুকনো মাটিতে—
আর কাস্তে চালাই সোণার বরণ
সে ধান কাটিতে—
লক্ষ্মীমাকে ঘরে আনি মাথায় চাপিয়ে।
আমি দুঃখ সুখে হাসি মুখে
হাপর টেনে যাই
সংসারেরই সব খানেতে আছে
আমার ঠাঁই—
আমার সেই আনন্দ উপছে পড়ে
পরাণ ছাপিয়ে॥

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

(৭)

পেয়েছি পরশ মাণিক আর কে আমায় পায়
যার ছোঁয়াতে সকল ইচ্ছা সোণা হয়ে যায়।
ওরে প্রাণ খেদ কি তোর
চাঁদ এবার মুঠোর ভিতর
দু-হাতে লুটতে ভুবন আয় রে ছুটে আয়।
ওরে আকাশ ওরে বাতাস
জানিস তোরা—
সে এক গুপ্ত ধনের খোঁজ পেয়েছে
আমার গুপ্তি ছোরা।
যদি মন ভাবিস কেবল
লোভ সে তো সাপের ছোবল—
তবে এই ভোগের বিলাস
পেয়েও পাওয়া দায়।

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

নারায়ণ পিকচার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড-এর

পরিবেশনায়

আগামী ছবিগুলির মধ্যে তিনটি

সুবোধ ঘোষ বিরচিত—

শুনো বর নারী

পরিচালনা : **অজয় কর** ● শ্রেষ্ঠাংশে : **উত্তম, সুপ্রিয়া**

কেমিরা ফিল্মস্-এর

শহরের ইতিকথা

শ্রেষ্ঠাংশে

উত্তম • মালা

কাজরী গুহ

বাণী হাজরা

জীবেন বসু

পরিচালনা

বিশু দাশগুপ্ত

সঙ্গীত • **রবীন চট্টোপাধ্যায়**

কাহিনী ও চিত্রনাট্য • বিনয় চট্টোপাধ্যায়

স্ক্রীন-প্লে প্রোডাক্সন্সের—

কিনু গোয়ালার গলি

পরিচালনা : **ও, সি, গাঙ্গুলী ॥ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়**

সংগীত : **রবীন চ্যাটার্জ্জী**

শ্রেষ্ঠাংশে : **উত্তম ॥ অরুন্ধতী ॥ ছবি ॥ বিকাশ**

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক ৬৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত
এবং অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।